সতেজ মন সজীব জীবন

উর্দু লেকচার

মুফতি তারিক মাসউদ হাফি

অনুবাদ ও সংকলন

মুফতি আরিফ মাহমুদ

উস্তাজুল হাদিস

আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া ইমদাদুল উলুম

পলাশ, নরসিংদী

আয়ান প্রকাশন

সতেজ মন সজীব জীবন

মুফতি তারিক মাসউদ হাফি

অনুবাদক
মুফতি আরিফ মাহমুদ

সম্পাদনা
আয়ান সম্পাদনা টিম

গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়
আয়ান প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার ৩য় তলা ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭২-৪৩০৯২৯, ০১৬৩২-৪৩০৯২৯

পৃষ্ঠাসজ্জা
ফেরদাউস মিকৃদাদ

ISBN : 978-984-96555-8-9

মূল্য ৭০০.০০ (সাত শত) টাকা মাত্র

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com, www.wafilife.com
এ ছাড়াও প্রতিটি অনলাইন শপে পাচ্ছেন। ইনশাআল্লাহ!

ভারতে আমাদের পরিবেশক
নিউ লেখা প্রকাশনী
৫৭ ডি কলেজ স্ট্রিট কলকাতা-৭৩

সূচি

শুরুর কথা ৯
এক সত্যিকার-প্রেমিকের গল্প ১৩
বিবাহের সুন্নাহ-সম্মত বয়স ২৩
সিক্রেট ম্যারেজ ২৬
এক মনোহর বিবাহ ৩৩
কিতনি তিজিজ ৪৭
বেনিফিটস অব গুড ওয়াইফ ৫৩
বলিউড-অভিনেত্রী সানা খানের প্রত্যাবর্তন ৬৩
অ্যাক্টিভিটি ৭৭
জিনের বাদশা ৮২
হ্যান্ড-প্র্যাকটিস ৮৯
ওম্যান রাইটস ১০০
প্রশান্তি নিবাস ১০৭
ম্যাসেজ টু দ্য ইন্ডিয়ান পিপল ১২০
স্থান কাল পাত্র ১২৭
স্থূলতা কমানোর প্রেসক্রিপশন ১৩২
প্রিয় নবির প্রিয় আহার ১৩৯

চেহারা উজ্জ্বল করার প্রেসক্রিপশন ১৪৬
পূর্ব-তুর্কিস্তানের আর্তনাদ ১৪৮
তিন খাতে খরচ করুন ১৫২
তালিবানের বিজয় : ইসলামের প্রকাশ্য মোজেজা ১৬৭
গুনাহ থেকে বাঁচার সফল পদ্ধতি ১৭৭
সতেজ মন সজীব জীবন ১৮১
গ্রাউন্ড রিয়েলিটি ১৮৭
ব্লু ফিল্ম ১৯০
দাড়ির আর্তনাদ ১৯৩
মুসলিমজাতির পরাজয়ের নেপথ্যে ১৯৭
আল্লাহর স্মরণের স্বাদ ২০২
সুইসাইড কেস! ২১২
বেপর্দা নারী ২২৪
জীবন হবে নির্মল প্রেমময় ২৩৪
মা, মা, মা এবং বাবা ২৪১
বিয়ের জন্য ইসতেখারা ২৪৮
বার্থ কন্ট্রোল ২৫২
নন-মাহরামের সাথে কতটা ফ্রি হবেন? ২৫৫
সুখময় জীবন ২৫৯
দাজ্জাল ও করোনা-ভ্যাকসিন ২৬৫
সালমান খানের প্রতি আমার পয়গাম ২৭২
তাবলিগ-জামাত ২৭৪
প্রশান্তির সন্ধানে ২৭৯
বিপদে অকৃতজ্ঞতা! ২৮৫
দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন ৩০৩

আজকালকার মেয়েদের পোশাক ৩১১
সন্তান প্রতিপালন ও শিক্ষাদান ৩১৮
নারীদের মসজিদে গমন ৩২৬
কোনটি উত্তম, শুধু তিলাওয়াত না-কি অর্থসহ তিলাওয়াত? ৩২৯
ফ্যামিলি প্ল্যানিং! ৩৩১
ইজরাইল প্ল্যানিং ৩৩৪
অনুমতি ছাড়া স্বামীর পকেট থেকে টাকা নেওয়া ৩৪২
নামাজের জন্য ছোট্ট একটি রিমাইন্ডার ৩৪৩
চেহারা ফর্সা করার প্রেসক্রিপশন ৩৪৪
পুরুষের সৌন্দর্য ৩৪৬
দুনিয়া ধোঁকার ঘর ৩৪৮
উদারপন্থিদের স্বরূপ সন্ধানে ৩৫৭
রোজা নিয়ে ভ্রান্ত ফাতওয়ার জবাব ৩৫৯
মৃত-ব্যক্তির ছবি তোলা ৩৬৩
মাজহাব না মানা ৩৬৬
ডক্টর জাকির নায়েকের সাথে আমার একদিন ৩৭২
বাইতুল মাকদিস ৩৭৫
অনুবাদক পরিচিতি ৩৮৩

শুরুর কথা

[১]

মুফতি তারিক মাসউদ হাফিজাহুল্লাহ। জ্ঞানে গুণে অনন্য এক ব্যক্তি। পিতামাতা ছিলেন ভারতের সাহারানপুরের অধিবাসী। পিতা হাফিজুল কুরআন; পেশায় ছিলেন একজন জমিদার। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর পিতামাতা চলে আসেন পাকিস্তান, সিন্ধুর করাচিতে। পিতা ভর্তি হন পাক-নেভিতে। বংশীয়ভাবে শাইখ একজন ধর্মীয় পাঠান গোত্রের। জন্ম : ১৯৭৫ সাল। সারগোদা, পাঞ্জাব, পাকিস্তান।

শাইখের শিক্ষাকালের শুরুটা ছিল জাগতিক। প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন নিজ গৃহে। এসএসসি দেন 'পাকিস্তান এয়ার ফোর্স (পিএএফ) বেস মাসরুর' স্কুলে। ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হন পাকিস্তান এসএম সাইন্স কলেজে। সেকেন্ড ইয়ার চলাকালীন তার মহল্লায় এক তাবলিগ-জামাত আসে; তাদের দ্বারা তিনি বেশ প্রভাবিত হন; দীন-প্রবণ হন; দীনি শিক্ষায় আত্মনিয়োগ হওয়ার ইচ্ছা করেন। ইতঃপূর্বে পাকিস্তান-নেভিতে ভর্তি হওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল তার; কেননা তার বেশ শখ ছিল পুরো দুনিয়া ঘোরার।

ইলমে দীন শিক্ষা-যাত্রা শুরু করেন করাচির নাজিমাবাদ 'দারুল ইফতা ওয়াল ইরশাদ' মাদরাসায়। মাদরাসার মনোহর পরিবেশ ও সেখানকার (সাবেক) মুফতি আজম পাকিস্তান, মুফতি রশিদ আহমদ লুদিয়ানবি রাহ. দ্বারা

তিনি বেশ প্রভাবিত হন। মাদরাসা-জীবনের নতুন নিয়ম ও পরিবার থেকে দূরে থাকার দরুন প্রথম দুই বছর খুব কষ্ট হয় তার।

দরসে নেজামি, উচ্চতর হাদিস ও ইসলামি আইন গবেষণা বিভাগে অধ্যয়নের পর অধ্যাপক হিশেবে নিযুক্ত হন মুফতি রশিদ আহমদ লুধিয়ানবি রাহ. প্রতিষ্ঠিত করাচির বিখ্যাত জামিয়াতুল রশিদে। নিযুক্ত আছেন প্রতিষ্ঠানের দরসে নেজামি, গ্লোবাল ইনফরমেশন কোর্স ও ফাতওয়া বিভাগে। বিশ্ব, সমাজ, পারিবার ও কারবারসহ সমকালীন বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ফাতওয়া প্রদান করেন—পাকিস্তানসহ বিশ্বময় বিভিন্ন দিকপ্রান্তের জনমানুষের। খতিব হিশেবে নিযুক্ত আছেন নর্থ করাচির সেক্টর নং ১০—'আল ফালাহিয়া মসজিদ, মাদরাসা ও তালিমুল কুরআন ট্রাস্ট' কমপ্লেক্সে; বসবাস করছেন সেখানেই।

বয়ান ও দাওয়াহ কর্মে সফর করেছেন থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, সৌদি আরব, আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, হংকংসহ বিশ্বের বিভিন্ন দিকপ্রান্তে। ২০১৮ সালে তিনি ইলমি সফর করেন তুরস্কে, প্রিয় উস্তাদ মুফতি আবু লুবাবা শাহ মানসুর সাহেবের সাথে।

তিনি একজন প্রাজ্ঞ, দূরদর্শী, বুদ্ধিদীপ্ত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব। কুরআন-সুন্নাহর ওপর নিয়মিত জ্ঞান চর্চা ও গবেষণা, ইসলামি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে অনমনীয়তা ও সুদৃঢ় অবস্থান তার চরিত্রের এক অনন্য গুণ।

তিনি একাধারে একজন বাস্তবানুগ, সত্যান্বেষী, গবেষক ও জ্ঞানসাধক। ফেমাস স্কলার। তাফসির, হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রজ্ঞ। প্রিয় মানুষ। বহুমুখী গুণ ও প্রতিভার অধিকারী।

তার কালজয়ী রচনাবলিতে রয়েছে, 'আইক সে জায়েদ শাদিয়োঁ কি জরুরত কিঁয়ু ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড ও ফ্যামিলি প্লানিং' কিতাবত্রয়।

কিছু নিঃস্বার্থ ধর্মপ্রাণ ভাই মুফতি সাহেবের খিদমতে ডিজিটাল মিডিয়ায় দীন প্রচারের নিবেদন করেন এবং তার নামে একটি ওয়েব সাইট ও ইউটিউব চ্যানেল চালু করেন। তিনি ইসলামিক স্কলার হিশেবে নিমন্ত্রিত হন বিভিন্ন টিভি-চ্যানেলে। তার আলোচনা শুনে বহু মুমিন ফিরছেন আঁধার থেকে আলোর পথে।

[২]

শাইখ প্রাঞ্জল, সুবোধ্য, প্রাজ্ঞ ও স্বচ্ছ বক্তব্যে পাক-ভারতে বেশ জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয়তা পাক-ভারত ছাড়িয়ে আজ বাংলার মাটিতে।

শাইখের আলোচনায় সবিশেষ প্রধান্য পায়—বিবাহ, বহু বিবাহ, দ্রুত বিবাহ, পুণ্যময় স্ত্রী, যুবসমাজ, সামাজিক ও পারিবারিক অবক্ষয়ের মূল কারণ ও এর থেকে উত্তরণ; সেই সাথে স্থান পায় মুসলিম-বিশ্ব, জয়-পরাজয়, নারী-অধিকার, মানবাধিকার, সুস্থ সুখি পরিবার ও সমাজ গঠন, সুস্থ খাদ্যাভ্যাস, দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন, হেলদি লাইফ-স্টাইল, উত্তম আহার, এক্টিভিটি, প্রডাক্টিভিটি, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য-সচেতনতা, আত্মশুদ্ধি, চিন্তাশুদ্ধি, ইতিহাস, বিজ্ঞান, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, প্রাচ্য-সংকট; বৈশ্বিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক সংকট ও বিপর্যয়, বিশ্ব-রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়াদি। প্রতিটি বিষয়ই স্থান পেয়েছে বক্ষ্যমাণ বইটিতে। এক একটি বিষয় বিশ্লেষিত—কুরআন-সুন্নাহ, জীবন, ন্যায্য, নৈতিক, আদর্শিক, বাস্তবিক, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক মানদণ্ডে।

[৩]

তিনি আলোচনা, পর্যালোচনা, বিচার ও বিশ্লেষণে একাধারে একজন প্রাজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ, বিচক্ষণ ও ইনসাফপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তার লেকচার শুনে উপকৃত হচ্ছেন বহু তরুণ-তরুণী; শুধু মুমিনই নয় অমুসলিমরাও উপকৃত হচ্ছে তার বক্তব্য থেকে; খুঁজে পাচ্ছে আঁধার ছেড়ে আলোর পথের দিশা।

শাইখের বক্তব্যের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য, তিনি ইসলামের এক একটি ফুলকে ফুটিয়ে তোলেন একাধারে—অনুসন্ধানী, আইনানুগ, তাত্ত্বিক, সামাজিক, ভৌগলিক ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। সে থেকেই যুবসমাজ আজ তার প্রতি এতটা বিমুগ্ধ। প্রত্যেহ শোনেন তার বয়ান। অপেক্ষায় থাকেন তার অনুপম কথামালার, খুঁজেন এর অনুধাবন। তার উক্তি-স্নিগ্ধতায় খুঁজে পান ঘোর আঁধার থেকে আলোর সন্ধান, নির্মল সুন্দর সজীব জীবন। জানেন মুসলিম উম্মাহর

এক সত্যিকার-প্রেমিকের গল্প

এক সত্যিকার-প্রেমিকের গল্প। সত্য গল্প। এক ছেলে আমাকে ফোনে বলছে, 'এক মেয়ের সাথে আমার প্রেম হয়ে গিয়েছে। এখন আমি কী করব? আমি খুবই চিন্তিত।'

আমি বললাম, 'ও ভাই! কী হয়েছে? যদি সম্ভ্রান্ত ভালো পরিবারের হয় তাহলে তার পিতা-মাতার সাথে কথা বলো। বিবাহ করে নাও। হাদিস শরিফে এসেছে, 'দুই প্রেমিকের মাঝে বিবাহ বৈ উত্তম কোনো সম্পর্ক নেই।' আর আমি তোমাকে বলছি যে, 'এই এডিশন এখানেই শেষ করো। বিবাহ করে নাও। এর ফলে তোমার হারাম হালালে রূপান্তরিত হবে।'

সে বলছিল, 'মুফতি সাহেব! সমস্যা হলো তার পিতা এ সম্পর্ক মেনে নিচ্ছে না।'

আমি তাকে বলছিলাম, 'আমাকে কেন বলছ? আমাকে কেন ফোন করছ? তার আব্বাকে ফোন করো। আমি তো তার পিতা নই। এই মিনতি আমার সামনে না রেখে তার পিতার সামনে পেশ করো।'

মুফতি সাহেব! আমি অনেক চেষ্টা-তদবির করেছি। তারপরও তার গার্ডিয়ান আমাদের এই সম্পর্ক মেনে নিতে রাজি নয়।

আমি তাকে বললাম, ভাই! তুমি তোমার সর্বোচ্চটা করে যাও। তার পিতা-

মাতাকে বোঝাও।

সে বলল, আমি সবই করেছি; কিন্তু তারপরও তারা আমাদের এই সম্পর্ক মেনে নিচ্ছে না।

আমি বললাম, তাহলে তাকে ছেড়ে দাও। এই সম্পর্কে লানত বর্ষিত হোক! যে-জিনিস তোমার ভাগ্যে নেই তা তুমি ভুল পদ্ধতিতে লাভ করতে যেও না। সম্ভ্রান্ত লোক ভদ্রতার সাথে কাজ সমাধা করে। এটাই উত্তম পন্থা যে, তুমি তার পিতা-মাতার সাথে এ-ব্যাপারে কথা বলো।

সে আমাকে বলল, মুফতি সাহেব! আমাদের জন্য দোয়া করুন যেন আমাদের এই সম্পর্ক পূর্ণতা লাভ করে।

আমি তাকে বললাম, তুমি যেহেতু আমার কাছে দোয়া চেয়েছ, আমি তোমার জন্য দোয়া করছি যে, আল্লাহ যেন তার পিতার মনকে নরম করে দেন। যদি তার মাঝে তোমার কল্যাণ থাকে তাহলে তা তোমার জন্য নির্ধারণ করে দেন।

আমি তাকে বলে দিয়েছি, আমাকে তার পিতার সাথে কথা বলিয়ে দিও। তাকে আমি বোঝাব। যদি তোমার মাঝে কোনো সমস্যা না থাকে আমি তোমার ব্যাপারটি তার পিতার সাথে আলাপ করব। বলব, ভাই! আমি তার মাঝে কোনো সমস্যা দেখছি না। তারা যদি পরস্পর সম্পর্কটি মেনে নেয় তাহলে তাদের ভালোর জন্য আপনিও তা মেনে নিতে পারেন।

সে আমাকে বলল, আমি এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। তারপরও কোনো কাজ হয় নি।

আমি বললাম, তাহলে এখান থেকে তোমার চিন্তা বাদ দাও।

প্রেমিক লোকেরা যে বলে, 'আমরা এর চিন্তা বাদ দিতে চাইলেও, এর থেকে চিন্তা সরিয়ে রাখতে চাইলেও পারি না'—এরা মিথ্যা বলে। বস্তুত এরা এসব থেকে চিন্তা বাদ দিতেই চায় না। এই হতভাগারা এসব চিন্তা মাথা থেকে সরাতে পারে না। আমি আপনাদেরকে বাস্তবতা বলছি। দুনিয়ার বড় থেকে বড় ভালোবাসা শেষ হতে পারে। মানুষ যদি মারা যায় তাহলে ভালোবাসা শেষ হয় কিনা? কিছু কিছু মহিলা রয়েছে যৌবনে যারা কোনোভাবেই স্বামীর সঙ্গ ত্যাগ

বিবাহর সুন্নাহ-সম্মত বয়স

প্রশ্ন : ছেলেদের বিবাহর সুন্নাহসম্মত বয়স কোনটি? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম বিবাহ ২৫ বছর বয়স হয়েছে, সুতরাং এটিকে কি বিবাহের সুন্নাহ-সম্মত বয়স বলা যাবে?

উত্তর : না, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন পঁচিশ বছর বয়সে বিবাহ করেছেন তখন তিনি নবুওয়াত লাভ করেন নি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত-পূর্ব জীবনের সবকিছু আমাদের জন্য অনুসরণীয় নয়; কেননা সেটি নবুওয়াতের পূর্বের জিন্দেগি। কুরআনে মাজিদে এসেছে—

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝

> 'হে নবি! আল্লাহ তাআলা আপনাকে শরিয়াত সম্পর্কে অনবগত অবস্থায় পেয়েছেন, অতঃপর আপনাকে শরিয়াতের জ্ঞান দান করেছেন।'[১]

এটি কুরআনের আয়াত। নবুওয়াতের পূর্বে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরিয়াতের বিস্তারিত জ্ঞান সম্পর্কে অনবগত ছিলেন। নবুওয়াত প্রাপ্তির পর আল্লাহ তাআলা তাকে শরিয়াতের জ্ঞান দান করেছেন। নবুওয়াতের

[১] সুরা দুহা, আয়াত : ৭।

পূর্বে তিনি যে ২৫ বছর বয়সে বিবাহ করেছেন আমাদের জন্য তা অনুসরণীয় নয়; বরং নবুওয়াতের পর তিনি আমাদের যে নির্দেশ দিয়েছেন—দ্রুত বিবাহের, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া মাত্রই বিবাহের নির্দেশ দিয়েছেন সেটি আমাদের জন্য আদর্শ, অনুসরণীয় ও সুন্নাহ-সম্মত।

দেখুন নবুওয়াতের পূর্বে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক স্ত্রীর ওপর ক্ষান্ত ছিলেন, সেটি অনুসরণীয় নয়; আদর্শ হলো নবুওয়াত-পরবর্তী জিন্দেগি। নবুওয়াতের পর তিনি বহু বিবাহ করেছেন। সুতরাং তার নবুওয়াত-পূর্ব জীবন দেখা হবে না, দেখা হবে নবুওয়াত-পরবর্তী জিন্দেগি। কেননা নবুওয়াত-পরবর্তী জীবনের প্রতিটি অংশ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত। সুতরাং নবুওয়াত প্রাপ্তির পর তিনি আমাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন—বুখারি ও মুসলিমের হাদিস আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, 'আমি ছিলাম প্রারম্ভিক যৌবনে; অর্থাৎ ১৫ বছর বয়সে।' একটি বালক যৌবন লাভ করে সাধারণত ১৫ বছর বয়সে। 'আমিও ছিলাম যৌবনের শুরুর দিকে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখে বললেন—

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

> 'হে যুবকেরা! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহ করতে সক্ষম সে যেন বিবাহ করে নেয়, কেননা এর দ্বারা দৃষ্টির হিফাজত হয় এবং লজ্জাস্থান পবিত্র থাকে।'[২]

সুতরাং বিবাহের সুন্নাহসম্মত বয়স হলো ১৫। যেহেতু বিবাহ-শাদি নিজ খরচে হয়ে থাকে; আর বিবাহের খরচাদি আপনার পিতার ওপর আবশ্যক নয়; যখন ১৫ বছর বয়স অর্থাৎ আপনার বিবাহের বয়স হবে, এরই সাথে সহজে কোনো সম্বন্ধ আপনার কাছে আসতে হবে। এটা প্রকাশ্য যে, পাত্রীপক্ষ এ বয়সে আপনাকে পছন্দ করবে না; দেখবে আপনার সহায়-সম্পত্তি কেমন আছে, আপনার স্যালারি-চাকরি কেমন, আপনার ইনকাম-সোর্স কী। যদি

[২] সহিহুল বুখারি, হাদিস : ৫০৬৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৪০০।

আপনার পিতা আপনার দায়িত্ব নিয়ে নেয় তাহলে তো ঠিক আছে; যদি আপনার পিতা এই দায়িত্ব না নেয় আর আপনার কোনো ব্যাংক-ব্যালেন্সও নেই, অর্থকড়ি সহায়-সম্পত্তি কিছুই নেই, আপনার কোনো ইনকাম-সোর্সও নেই আর অধিকাংশ লোক এই বয়সে সম্বন্ধ দিতেও চায় না, যদি কোনো সম্বন্ধ-ই না পাওয়া যায় এবং কেউ আপনাকে মেয়ে দিতেও রাজি না হয় সেক্ষেত্রে আমরা বলব, বিবাহে আপনার সক্ষমতা নেই।

কিছু লোকের তো ১৫ বছর বয়সেও সম্বন্ধ মিলে যায়; হয়তো তার পিতা দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে যে, পুত্রবধূর খাবার-দাবারের দায়িত্ব আমার, অথবা তার কোনো সহায়-সম্পত্তি রয়েছে, অথবা কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য বিজনেস রয়েছে, যার দরুন সে বিবাহে সক্ষম হয়ে যায়; সেক্ষেত্রে ১৫ বছর বয়সই প্রকৃত বয়স। এই বয়সেই বিবাহ করে ফেলা উচিত। এটি ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনা, উৎসাহ ও প্রেরণা।

অ্যাক্টিভিটি

একটি বিষয় বারবার জিজ্ঞেস করা হয়—'খাওয়ার পর পানি পান করা।' আজকাল যে খালি পেটে পানি পান করা হয় এবং বলা হয় যে, খালি পেটে পানি পান করার অনেক উপকারিতা; সে-সম্পর্কে হাদিসও উল্লেখ করা হয়! বস্তুত এরকম কোনো হাদিস আমাদের জানা নেই যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালি পেটে পানি পান করতেন। স্বাভাবিক জীবন-যাপন করা উচিত।

আজকাল সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠে ফ্রিজ থেকে পানি বের করে পান করা হচ্ছে! অথচ পানি পিপাসা লাগছে কিনা খবর নেই। এটা ডক্টরের ব্যবস্থাপনায় থাকতে পারে; কিন্তু এই গবেষণা পরবর্তী কালে পাল্টেও যেতে পারে। অনেক গবেষণা-অনুসন্ধান পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে, পাল্টে গিয়েছে। কখনো ন্যাচার থেকে দূরে সরবেন না। প্রকৃতি থেকে দূরে সরবেন না। আমার কথা বুঝতে পারছেন তো? ভালো ছেলের মতো ঘুম থেকে ওঠে নামাজ পড়ুন। হাত-মুখ ধুয়ে ওজু করে নামাজের জামাতে এসে পড়ুন। যখন খিদে লাগা শুরু করবে তখন খানা খাবেন। পিপাসা লাগা শুরু করলে পানি পান করবেন। এভাবেই হাসি-খুশি জীবনযাপন করুন এবং সামান্য অ্যাক্টিভিটি রাখুন। হাঁটাচলা ঠিক রাখুন। ফিটফাট থাকবেন ইন শা আল্লাহ।

কোনো কারণ ছাড়াই যুবক পানির পর পানি পান করে যাচ্ছে! আজকাল

অনেকেই এমনটি করেছে। এর উপকারিতা আছে বটে। আমি বলছি না যে, এর কোনো উপকারিতা নেই; কিন্তু এর সাইড-অ্যাফেক্টও আছে। আপনি যে-কাজই ন্যাচারাল লাইফ থেকে সরে এসে করবেন, যা-কিছুই আপনি ন্যাচারাল লাইফ থেকে সরে এসে করবেন সেখানে কিছু উপকারিতা থাকলেও পরবর্তী সময়ে এমন কিছু ক্ষতি দেখা দেবে আপনি জানবেনও না—কী কারণে এই সমস্যাগুলো দেখা দিচ্ছে। সেজন্য সাধারণ ভালো মানুষের মতোন জীবনপাত করুন। কেউ যদি অসুস্থ থাকে এবং ডক্টর তাকে চিকিৎসা স্বরূপ এমনটি করতে বলে তাহলে ঠিক আছে; কিন্তু স্বাভাবিক মানুষের জন্য এ ধরনের অ্যাক্টিভিটিস ঠিক নয়। ভালো মানুষের মতোন বিচার-বিবেচনা করে জীবনপাত করা উচিত; যেমনটি বাপ-দাদারা করে এসেছেন। কোনো জন্তু-জানোয়ারকে কি আজ অবধি দেখেছেন যে, তারা ঘুম থেকে ওঠে পানি পান করছে? সকাল হতেই তাদের খিদে পায়। আহার খোঁজা শুরু করে দেয়।

আমাদের সোসাইটিতে যে শোনা যায়, 'খাবারের পর পানি পান করবেন না, খাবারের পর পানি পান করবেন না, খাবারের পর পানি পান বিষতুল্য'। অনেকে তো হাদিসও পেশ করে! আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী খুললে দেখতে পাই তিনি খাবারের পর পানি পান করেছেন। এটি কার্যত এবং বর্ণনাগত—উভয়ভাবে প্রমাণিত।

দেখুন—

> 'আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত অবস্থায় ঘর থেকে বেরুলেন। বেরুলেন ভীষণ চিন্তিত-উদ্বিগ্ন মনে। হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে দেখা হলো। বললেন, কী সমস্যা? তারও সেই একই সমস্যা। ক্ষুধার তীব্রতা তাদেরকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুরও সেই একই সমস্যা। ক্ষুধার তীব্রতায় উৎকণ্ঠা মনে তারা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তিন সাথি একই সাথে পথ চলছিলেন। এক সাহাবি বললেন, আমি আপনাদেরকে আমার ঘরে দাওয়াত করছি। তিনি নিজ বাগানে তাদের নিয়ে গেলেন। তাদের সামনে

হ্যান্ড-প্র্যাকটিস[৩০]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۝٧

> '(সফলকাম মুমিন হলো তারা) যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে (বা অন্যকিছু) কামনা করলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনককারী।'[৩১]

'যারা স্ত্রী ব্যতীত যৌন চাহিদা পূরণে অন্য পন্থা অবলম্বন করে তারা সীমালঙ্ঘনকারী'

[ইমাম বাগাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন : অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে এই আয়াত হস্তমৈথুন হারাম হওয়ার দলিল।][৩২]

---

[৩০] হস্তমৈথুন।

[৩১] সুরা মুমিনুন, আয়াত : ৫-৭।

[৩২] মাআলিমুত তানজিল; সুরা মুমিনুন, আয়াত : ৭।

আল্লাহ তাআলা এখানে ইশারা করে বলে দিয়েছেন যে, স্ত্রী ব্যতীত অন্যসব পন্থা স্পষ্ট সীমালঙ্ঘন। আল্লাহ তাআলা এখানে বুঝাতে চাচ্ছেন যৌন চাহিদা মেটানোর অন্যসব পন্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন—

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا

> 'যে বিবাহ করতে অক্ষম সে যেন পবিত্রতা অবলম্বন করে।'[৩৩]

এখানে অক্ষমতা দ্বারা উদ্দেশ্য, আপনার আর্থিক অবলম্বন এতটাই স্বল্প যে, আপনার সাথে কেউ আত্মীয়তা করতে রাজি না।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন—

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ
مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ

> 'যে-ব্যক্তি স্বাধীন মহিলা বিবাহ করতে অক্ষম সে যেন দাসি বিবাহ করে।'[৩৪]

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, চরিত্র পবিত্র রাখার জন্য প্রয়োজনে নিজের স্তর থেকে নিচের কাউকে বিবাহ করা; তথাপিও হ্যান্ড-প্র্যাকটিস বা অন্য কোনো পন্থা জিনা ইত্যাদি অবলম্বনের সুযোগ নেই। এখন থাকল, 'আমার স্ট্যাটাস-স্ট্যান্ডার্ডের কী হবে?' ও ভাই! দুনিয়াকে মুসাফিরখানা মনে করো। দুনিয়া চলে গেলে স্ট্যান্ডার্ডও চলে যাবে।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 'এক ব্যক্তি তার কাছে হস্তমৈথুনের কথা উল্লেখ করলে তিনি ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, তুমি নিজের কাছে দাসী রেখে দাও, এটা তোমার জন্য অধিক উত্তম।'

এ হলো তৃতীয় দলিল। চতুর্থ দলিল হলো হজরত উসমান ইবনু মাজউন

[৩৩] সুরা নুর, আয়াত : ৩৩।

[৩৪] সুরা নিসা, আয়াত : ২৫।

ডক্টর জাকির নায়েকের সাথে আমার একদিন

প্রশ্ন : ডক্টর জাকির নায়েক সাহেব তো আলিম নন, মুফতি নন; তাহলে কেন মাসয়ালা বর্ণনা করেন, ফাতওয়া দেন?

উত্তর : আমি নিজে ডক্টর জাকির নায়েক সাহেবের সাথে এ বিষয়ে নিবেদন করেছি যে, হজরত! আপনি স্টেজে মাসায়িল না বললে ভালো হতো। কেননা, মাসয়ালা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সমস্যা হলো, যে মাসয়ালাই বলা হবে অন্যরা এই মাসয়ালার ওপর আপত্তি করে বসবে। প্রধানত আপনি তিন তালাকের মাসয়ালা বলছেন; কোনো মুফতি সাহেব ফাতওয়া দিয়েছেন যে, তিন তালাক হয়ে গিয়েছে আর আপনি বললেন এক তালাক হয়েছে; এর ফলে বহু মতানৈক্য তৈরি হবে, বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

ডক্টর জাকির নায়েক সাহেব আজকাল স্টেজে মাসয়ালা বর্ণনা করেন না। উনিও বিষয়টি মেনে নিয়েছেন যে, বাস্তবিক অর্থেই স্টেজে মাসয়ালা বলা ঠিক হবে না। আমি আরেকজন আলিম থেকে শুনেছি তিনি বলেছেন, জাকির নায়েক সাহেব বলেছেন, আমি এই কাজ ছেড়ে দিয়েছি; এবং তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, 'আমি মুফতি নই।' কথা বুঝতে পেরেছেন?

তিনি বলেছেন যে, 'আমি ভুল থেকে ফিরে এসেছি, তাওবা করে নিয়েছি; কিন্তু লোকজন আমাকে মাফ করতে রাজি নয়। সেই পুরানো ক্লিপ ওঠিয়ে

আমাকে দেখায় যে, আপনি এসব কী বলছেন? আপনি এসব কেন বললেন? 'আমি তো ওই কথা থেকে ফিরে এসেছি, রুজু করে নিয়েছি। আমি বেশি মাসয়ালা বলব না; কিন্তু অমুসলিমরা যখন আমার কাছে জিজ্ঞেস করে তখন আমাকে তো উত্তর দিতে হয়।'

আমি মালয়েশিয়া সফরে এই উত্তর সরাসরি উনার মুখ থেকেই শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, 'আমি পিস টিভিতে 'নামাজের পদ্ধতি'ও বর্ণনা করি না। কেননা যদি আমি রাফউল-ইয়াদাইন-বিশিষ্ট নামাজ বর্ণনা করি তাহলে যারা এটি করে না তারা আমার ওপর আপত্তি করবে, আর যদি রাফউল-ইয়াদাইন-বিহীন নামাজের বর্ণনা করি তাহলে যারা রাফউল ইয়াদাইন করে তারা আমার ওপর আপত্তি তুলবে।'

একথা আমি সরাসরি তার জবান থেকে শুনেছি। তিনি এও বলেছেন, 'হিন্দুস্তান এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যার মধ্যে রয়েছে দেওবন্দি, আহলে হাদিস, হানাফি, শাফি প্রতিটি মত-পথের মানুষ; আর আমি কোনো মাসলাককে (পথ-পদ্ধতিকে) হাইলাইট করি না আর আমি কোনো রকমের মাসলাকপ্রীতিও করি না।'

তিনি বললেন, 'সমস্যা এই দাঁড়িয়েছে যে, আমি যদি কোনো অনুষ্ঠানে ডক্টর ইসরার আহমাদকে নিয়ে আসি, তো কিছু আহলে হাদিস ভাই আপত্তি তুলবে, 'উনি তো হানাফি, তাকে এখানে কেন নিয়ে আসা হয়েছে?' আর যদি কোনো আহলে হাদিস ব্যক্তিত্বকে নিয়ে আসি তাহলে হানাফি ভাইদের পক্ষ থেকে আপত্তি চলে আসবে।' তো তিনি বলেছেন, 'পুরো দুনিয়াকে খুশি করা সম্ভব নয়।'

তিনি বলেছেন, আমি যেই কিতাব লিখেছি এর মধ্যে ৩ জন আলিমের সত্যায়ন রয়েছে; মাওলানা তারিক জামিল সাহেব, ডক্টর ইসরার আহমাদ সাহেব ও সাইয়িদ সুলাইমান নাদাবি হাফিজাহুমুল্লাহ। এই তিনজনই হানাফি আলিম। এজন্য কট্টর আহলে হাদিস ভাইয়েরা আমাকে বলে, আমি হানাফি।'

তো তিনি আমাকে বলেছেন, 'এদিকে হানাফিরা আমাকে বলে আমি আহলে হাদিস, ওদিকে চরমপন্থি আহলে হাদিস ভাইয়েরা বলে আমি হানাফি! আর

পাঠকরে পাতা